যে ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী প্রিয় প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর বালিকা নাতনীর দুর্জ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্য সম্বন্ধের রহস্যভরা কাহিনী। সেই ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটি বৃদ্ধকে ভালভাবেই বোঝে, বোঝে সে আরো অনেক কিছুই যা অত অল্প বয়সে বোঝবার নয়। বঞ্চনার ইতিহাস, বেদনার কাহিনী লোকলোচনের অন্তরালে ঘটে যাওয়া বিয়োগ-বিধুর একখানি নাটক। সে নাটক ঘটেছে পিটার্সবুর্গের আকাশের তলায়, ঘটেছে বিরাট গোপন অন্ধকারে, ঘটেছে উপছে-পড়া জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, ঘটেছে গোপন পাপ আর অতর্কিত অন্যায়ের মধ্যে, ঘটেছে উদ্দাম অস্বাভাবিক জীবনের নরককুণ্ডে.....

কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে.....

[চল্‌বে।

ডষ্টয়ভস্কি থেকে অনূদিত

আপনি কি 'চিত্রবাণী'র গ্রাহক হতে চান ?

নীচের কুপনটিতে নাম, ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিন।

মহাশয়,

আমি/আমরা.....মাস.....সাল থেকে এক বছরের জন্য সাধারণ ডাকে/রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রাহক/গ্রাহিকা হতে চাই। চাঁদার দরুন.....টাকা.....আনা নগদ/মণি অর্ডার যোগে পাঠাচ্ছি।

চাঁদার হার ঃ—

সাধারণ ডাকে—সাত টাকা আট আনা

রেজেষ্ট্রী „ —দশ টাকা আট আনা

নাম.....

ঠিকানা.....

.....

.....

বিঃ দ্রঃ—ঠিকানার পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গেই দয়া করে আমাদের জানিয়ে দেবেন।

তরুণ-তরুণীদের চিত্তের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই ফিল্মে ন্যাকামী পরিবেশন করলে সে ন্যাকামীর প্রভাব ছেলেমেয়েদের ওপর পড়বেই।

ফিল্মের প্রভাব লোকের ওপর এতই বেশী যে নামের মানে খুঁজে পাওয়া না গেলেও নতুন ধরণের শাড়ী বা সন্দেশের 'ভাগ্যচক্র,' 'মানে-না-মানা', 'দেনা-পাওনা' ইত্যাদি নামকরণ করতে ব্যবসায়ীদের বাধে না; খরিদ-দাররাও তা মেনে নেন-এমনকি এতে বরং বেশী খুসী হন। 'সে নিল বিদায় ঘি' বা 'সন্ধ্যা-বেলার রূপকথা ফেনাইল' এখনও বাজারে দেখা দেয় নি; হয়তো দেবে অচিরে। এবং দেখা দিলে লোকেও তা মেনে নেবে।

মেনে না নিয়েই বা উপায় কী? যে নামে যেটাকে চালাতে চেষ্টা করা হবে সেই নামেই তো সে চলবে। 'ছায়া-দিলো বাণী' নামে যে চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিজেকে পরিচিত করতে চান তাকে তো সেই নামেই লোকে অভিহিত করবে! তা সেটা পছন্দ হোক আর না হোক্।

কিন্তু মুস্কিল বাধে তখন, যখন এইরকম নামকরণকেই লোকে খুব বাহাদুরীর পরিচয় বলে মনে করে। ভাবে, বায়োস্কোপে যখন এই রকম নাম চালু হ'য়েছে তখন এইটাই নিশ্চয় প্রশংসনীয়, আধুনিকতার চরম লক্ষণ।

শুধু নামে নয়, জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব ধরণ-ধারণ চাল-চলনের নমুনা চলচ্চিত্র মারফৎ পরিবেশন করা হয় তরুণ জনচিত্তের ওপর তার প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। কাজেই এসবের মধ্যে দিয়েও অবাঞ্ছিত কৃত্রিমতা তরুণ জনসমাজে সংক্রমিত হয়। বিশদভাবে না হ'লেও নমুনা হিসেবে এর মধ্যে দু'একটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ।

অমাদের গরম দেশে পুরুষদের পোষাক-বাহুল্যটা স্বাভাবিক নয়। সাধারণ লোকদের কথা দূরে থাক্, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিরাও রাত্রে ঘুমোবার সময় চওড়া-চওড়া ডোরাটানা কাপড়ের তৈরী পা'জামা ও কলারবিহীন কোট পরে নিদ্রা যেতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্র জগতে এটাকে অত্যন্ত সাধারণ একটা জিনিষ হিসেবেই দেখানো হ'য়ে থাকে হরদম। তার ফলে বাস্তব জীবনে আজকাল তরুণদের মধ্যে এ ফ্যাশনটাও ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে। দরিদ্র দেশে এই অনাবশ্যক ব্যয় সমাজ জীবনের ওপর অতিরিক্ত একটা ভার চাপিয়ে দিয়েছে। ফিল্মের মাধ্যমে প্রবর্তিত এই অত্যাচার আজ ঋণগ্রস্ত শ্বশুরদের কাঁধে অতিরিক্ত পীড়ার সঞ্চার ক'রছে। এখন 'তত্ত্বে'র উপহারের তালিকায় একপ্রস্থ স্লীপিং স্যুট এবং একটা ড্রেসিং গাউন প্রায় অপরিহার্য্য!

ফিল্মে ন্যাকামী

শ্রীচিত্রগুপ্ত

ফিল্ম কর্তৃক প্রবর্তিত মেয়েদের কতকগুলি অনাবশ্যক, অসুবিধাজনক, এমনকি অস্বাস্থ্যকর এবং সুরুচিবিরুদ্ধ ফ্যাশন যেমন ঃ—হাত পায়ের আঙুলে বড় বড় সুচোলো নখ রাখা, বদ্ রঙে নখ ও ওষ্ঠাধর বাড়াবাড়ি রকমে রঞ্জিত করা, নানারকম অদ্ভুত ধরণের কেশবিন্যাস ইত্যাদির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বাইরের নানা ব্যাপারে কর্ম্মব্যস্ত মেয়েদের পক্ষে হাতব্যাগ একটা অত্যাবশ্যক বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র ফ্যাশন হিসেবেই একটা অদ্ভুত ধরণের চটকদার ব্যাগ বহন করার একটা বিস্ময়কর ঝোঁকের আমদানী আমাদের মেয়েদের মধ্যে হয়েছে প্রধানতঃ ফিল্মের সাহায্যে। প্রয়োজনে এক বা একাধিক হাতব্যাগের ব্যবহার যেমন সমর্থনযোগ্য—অপ্রয়োজনে এক আলমারী রকমারী ব্যাগ জমায়েত করার বিদ্‌ঘুটে নেশা তেমনিই নিন্দনীয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যব্যবহার্য ভাষা, আমাদের ঘরে ঘরে অতিপ্রচলিত সঙ্গীত ইত্যাদির ওপরও আমাদের ফিল্ম প্রবর্তিত ন্যাকামী অনিবার্যরকম প্রভাব বিস্তার ক'রছে। বলা বাহুল্য—সে প্রভাব গৌরবের নয়, নিতান্তই গ্লানিকর। কাঁচা লেখকের ত্রুটিবহুল ন্যাকা ন্যাকা ভাষা এবং কল্পনাশক্তিবিহীন গীতিকার ও সঙ্গীত-পরিচালকের যুগ্মসৃষ্টি অতি দীন এবং রুচিবিরুদ্ধ ফিল্ম সঙ্গীতগুলি শুধু ফিল্ম মাধ্যমে প্রচারিত ব'লেই

আমাদের তরুণ সমাজের রুচি ও পছন্দকে অত্যন্ত প্রভাবিত ক'রছে। জাতীয় সংস্কৃতির 'মান'কে নিম্নমুখী করে দেয় ব'লেই এটা অবাঞ্ছনীয়। বলাই বাহুল্য আমাদের জাতীয় রুচি ও সংস্কৃতিকে এই ভাবে নিম্নগামী ক'রে তোলার জন্যে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অনেকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রধাণতঃ দায়ী।

এম পি প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র-নিবেদন 'বিদ্যাসাগর'এ নাম ভূমিকার রূপসজ্জায় পাহাড়ী সান্যাল ও রামকৃষ্ণরূপে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

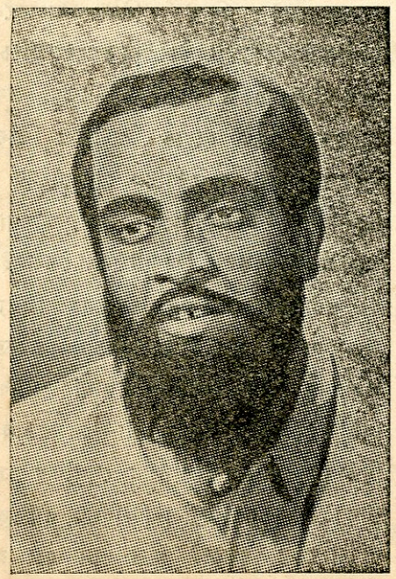

সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব—যা' আমাদের ফিল্মগুলির দ্বারা তরুণ সমাজের চিত্তের ওপর বিস্তৃত হচ্ছে—তা হোলো 'প্রেম' ও 'জীবন দর্শন' সম্পর্কে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের প্রভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদার ও বলিষ্ঠ ধরণের প্রকৃত প্রেমকে চিত্রিত করবার ক্ষমতার অভাবে আমাদের চিত্রসংশ্লিষ্ট সবরকমের স্রষ্টারা দুর্বল এবং নিকৃষ্ট ন্যাকামীকেই আদর্শ সৃষ্টি হিসাবে চিত্রায়িত করেছেন। চিত্রসংশ্লিষ্ট দুর্বল লেখক, অযোগ্য পরিচালক ও সুশিক্ষা-বিহীন শিল্পীদের সমবেত অক্ষমতাই এজন্য দায়ী। ভুল 'জীবন দর্শন' প্রচারের ফলে তরুণ ছেলে-মেয়েদের মনে বিবেকবুদ্ধিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিতান্ত দুর্বল প্রকৃতির নায়কের সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী জীবন-যাত্রা ও কার্য্যকলাপই 'আদর্শ' হিসেবে প্রতিভাত হয়। লেখকের অক্ষম ও নির্বোধ কল্পনার মেরুদণ্ডবিহীন অপদার্থ নায়কের মুখ দিয়ে উচ্ছ্বসিত তারল্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয় চার্বাক দর্শনের চটকদার বুলি। ফলে যে নায়কের চিত্রিত হওয়া উচিত ছিল Villain রূপে সে তরুণদের মনে মোহজাল বিস্তার করে Hero রূপে। এই সর্বনাশা প্রভাবকে রোধ করবার সমস্ত ক্ষমতা 'বোর্ড অব্ ফিল্ম সেন্সর'এর হাতে থাকা কোনমতেই সম্ভবপর হতে পারে না—এইটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা। আইনমতে রুচিবিরুদ্ধ মনে হ'লে সেন্সর বোর্ড বড় জোর 'U'-এর বদলে 'A' certificate দিয়ে একটি ছবিকে তরুণদের দর্শনের অযোগ্য ব'লে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত' উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলি আইনের বাধার আওতায় আদৌ আসে না!

তাই সমস্যাটা শেষ পর্য্যন্ত সমস্যা হিসেবেই থেকে যাবার সম্ভাবনাটা সমধিক বলে মনে হচ্ছে।

কিম্বা এমনটা কি আশা করা যেতে পারে যে, বিচক্ষণ, স্থিতধী এবং নির্ভীক পরিচালক ধনী প্রযোজকের বন্ধুর অক্ষম প্রচেষ্টায় সৃষ্ট কাহিনীটি সরাসরি ফেরৎ দিয়ে বলবেন—আপনার এ trash কাহিনী বা চিত্রনাট্য চল্‌বে না মশাই—এ অস্বাভাবিক, এ মিথ্যা এবং এ সর্বনাশা। এ ছবিতে হাত দিয়ে আমি আমার সুনামকে কলঙ্কিত করতে চাই না।

যদি তা সম্ভব হয় তবেই বোধ হয় ফিল্ম মারফৎ বিষ পরিবেশন বন্ধের একটা সুরাহা হতে পারে। নচেৎ নয়।

খ ব রা খ ব র

কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও চিত্রতারকা

হলিউডের নানাপ্রকার ফ্যাসানের প্রবর্ত্তক জিন লুই যে কোন ধরণের কৃত্রিম সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিরোধী।

'কোন অভিনেত্রীর যদি প্রকৃত প্রতিভা থাকে তবে তাঁর পক্ষে নিছক দৈহিক পসরার আকর্ষণে জনপ্রিয় হবার দরকার করে না'—এই হলো লুই-এর অভিমত।

কলম্বিয়া ষ্টুডিওর অভিনেত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রধান নির্দ্দেশক হলেন লুই আর তাঁর মত হলো একজন অভিনেত্রীকে আকর্ষণীয়া ক'রে তোলার চেয়ে তাঁকে সৌন্দর্য্যহীনা করা আরও কঠিন কাজ।

তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন জিঞ্জার রজার্সকে। তিনি বলেন, 'জিঞ্জার রজার্সের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ নিখুঁত।' লুই ছ'বছর হলিউডের সঙ্গে জড়িত আছেন আর এখন তাঁর কাজ হলো পৃথিবীর রূপলাবণ্যময়ী মেয়েদের জন্যে চোখ ঝলসানো পোষাক পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করা।

লুই বলেন, 'ডরোথি লেমুর হলেন সবচেয়ে প্রিয় চিত্রতারকা। আমাদের এই বিভাগে পঞ্চাশ জন দর্জ্জি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য তোলার কর্ম্মীরা তাঁকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।'

রোসালিণ্ড রাসেল আর আইরিন ডানও অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে থাকেন।

লুই বেশ সদর্পেই বলেন যে সকল অভিনেত্রীই সুন্দর।

রিটা হেওয়ার্থ আঁটোসাঁটো জামা-কাপড় পছন্দ করেন না আর জেনিফার জোন্‌স্ ত' একদম সইতেই পারেন না। কিন্তু সমস্ত অভিনেত্রীই পোষাক-আষাক সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আর এ বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতাও পাওয়া যায়। মোটের ওপর এটা তাঁরা বোঝেন যে পোষাক-পরিচ্ছদে কৃত্রিম রূপলাবণ্য ফুটে ওঠে—কোন্ মেয়েই না চায় তাকে রূপলাবণ্যময়ী দেখাক, বলুন? এই হলো লুই-এর বক্তব্য।

লিণ্ডা ডার্নেল কখন কশাঘাতে জর্জ্জরিত হন—জানেন?

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের No Way Out ছবিটি এখন তোলা হচ্ছে, এই ছবিতে লিণ্ডা ডার্ণেলকে বেকসুর ভুগতে হয়েছে।

একটী মারামারির দৃশ্যগ্রহণের সময় অভিনেতা বার্ট ফ্রিড একটী শিকল দিয়ে তাঁকে এমন আঘাত করেন যে তাতে লিণ্ডার ঠোঁট দুটী ও নাক ফুলে ওঠে আর চোখে কালসিটে পড়ে যায়। দৃশ্যগ্রহণের বিরতির সময় ক্ষতস্থানে বরফ লাগাচ্ছেন আর নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছেন, আর মনে মনে ভাবছেন কশাঘাতের চিহ্নগুলি পর্দ্দার ওপর বেশ নাটকীয় ভাবেই ফুটে উঠবে!

এখন তিনি জানতে পারেন কশাঘাতচিহ্নসহ ঐ দৃশ্য-গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে আর তার চেয়ে অনেক কম চিত্তচমকপ্রদ দৃশ্যের মধ্যে হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকার দৃশ্যটিই সংযোজিত হয়েছে। এতে তিনি খুব অবাক হয়েই প্রযোজক ড্যারিল এফ্, জ্যানুককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন—যতবারই নিশানা ভুল হয়ে শৃঙ্খলটী তাঁর মুখের ওপর পড়েছে, ততবারই বার্ট ফ্রীড চীৎকার করে উঠেছেন—'....., আমি দুঃখিত।' কিন্তু সে জায়গায় সংলাপ ছিল, 'কি হোল? তোমার খুব লেগেছে?'

যদি তিনি আমাকে আঘাত করেও অত সুন্দরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন অথবা দৃশ্যগ্রহণ শেষ হওয়া পর্য্যন্তও অপেক্ষা করতেন তাহলে হয়তো দৃশ্যটি ছবিতে থাকতো। কিন্তু এখন আমার কালসিটে পড়া মুখ দেখলে সেটের কর্ম্মীরা ছাড়া আর কেউই বিশ্বাস করবেন না যে ছবি তোলার খাতিরে মার খেয়েই আমার এমন হোয়েছে। লিণ্ডার আর আপশোষের শেষ নেই!

পুরুষ বা স্ত্রী হওয়া নিজের ইচ্ছাধীন!

নিউইয়র্কস্থিত সিটি কলেজের ফিল্ম ইন্সটিটিউট 'হরমোন্‌স্' (Hormones) ছবিটির সর্ব্বশেষ দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণে ব্যস্ত। এই ধরণের ছবি এর আগে আর তোলা হয় নি।

ছবিটির কাহিনীতেও নতুনত্ব আছে। এক প্রফেসার যাদুবিদ্যার সাহায্যে একজন পুরুষকে স্ত্রীলোকে পরিণত করতে পারেন বা স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করতে পারেন! তিনি যাদুবলে একজনকে হুইস্কীর বোতলে ভর্ত্তি করেন। এক পকেটমার বোতলটি সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যায়। তার সর্দ্দার কোনোরকম কিছু সন্দেহ না করে সেটি পান করে, সঙ্গে সঙ্গেই সে স্ত্রীলোকে পরিণ